কুহেলিকা

কুহেলিকা

কাজী নজরুল ইসলাম

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

কুহেলিকা
কাজী নজরুল ইসলাম

প্রকাশকাল
কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Kuhelika by Kazi Nazrul Islam Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: July 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-2250-17-0

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অনুরাগীদের উদ্দেশে

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(জন্ম ১৮৯৯-মৃত্যু ১৯৭৬)

এক

নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।...

তরুণ কবি হারুন তাহার হরিণ-চোখ তুলিয়া কপোত-কূজনের মতো মিষ্টি করিয়া বলিল, 'নারী কুহেলিকা।'

যে স্থানে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে 'মেস' হইলেও হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।

দুই-তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ-বাইশজন তরুণ। ইহাদের একজন—লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা—একজন ইয়ারের উরু উপাধান করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে। এ আলোচনায় কেবল তাহারই কোনো উৎসাহ দেখা যাইতেছিল না। নাম তাহার—বখতে জাহাঙ্গির কি উহা অপেক্ষাও নসিব-বুলন্দ দারাজ গোছের একটা-কিছু। কিন্তু অব্যবহারের দরুন তাহা এখন আর কাহারও মনে নাই। তাহাকে সকলে উপেক্ষা বা আদর করিয়া উল্‌ঝলুল্‌ বলিয়া ডাকে। এ নাম কে তাহাকে প্রথম দিয়াছিল এখন আর কেহই বলিতে পারে না। এ নাম দেওয়ার গৌরবের দাবি লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন এই নামই তাহার কায়েম হইয়া গিয়াছে। 'উল্‌ঝলুল্‌' উর্দু শব্দ, মানে এর—বিশৃঙ্খল, এলোমেলো।

কবি হারুন যখন নারীকে 'কুহেলিকা' আখ্যা দিল, তখন কেহ হাসিল, কেহ টিপ্পনি কাটিল—শুধু উল্‌ঝলুল্‌ কিছু বলিল না। এক টানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সিগারেট পুড়াইয়া তাহারই পুঞ্জিভূত ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শুধু বলিল—'হুম!'

আমজাদ ওকালতি পড়ে এবং কবিতা লেখার কসরত করে। সে বলিল, 'তার চেয়ে বলো না কবি, নারী প্রহেলিকা! বাবা, সাতসমুদ্দুর তেরো নদী সাঁতরিয়েও বিবি গোলে-বকৌলীর কিনারা করা যায় না!'—বলিয়াই একবার চারদিকে ঝটতি চোখের সার্চ-লাইট বুলাইয়া লইল। মনে হইল, সকলেই তাহার রসিকতায় রসিয়া উঠিয়াছে। কেবল হারুন যেন একটু মুচকিয়া হাসিল।

উল্‌ঝলুল্‌ একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত শব্দ করিল—হুম!

একটু যেন বিদ্রুপের আমেজ! আমজাদ অপ্রতিভ ও ক্ষুণ্ন হইল। কেহ কেহ হাসিলও যেন।

আশরাফ নতুন বিবাহ করিয়াছে, তাহার বধূ ত্রয়োদশী—যৌবনোন্মুখী। কিন্তু

এত সাধাসাধি করিয়া, এত চিঠি লিখিয়া, সে কেবল একটি মাত্র পত্রের উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়। তাহাতে শুধু লেখা ছিল দুইটি লাইন—'রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন!' বধূ রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছে! আশরাফ তাহার বাম হাতের তালুর উপর দক্ষিণ হাতের মুষ্টি সজোরে ঠাসিয়া দিয়া বলিল, 'নারী অহমিকা!'

উল্‌ঝলুল্‌ এইবার বেশ জোরেই পূর্বমতো শব্দ করিয়া উঠিল—হুমম। এইবার তারই মধ্যে একটু অভিনয়ের কারুণ্যের আমেজ।

সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, একসঙ্গে এক ঝাঁকা থালা বরতন পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

আশরাফ লাফাইয়া উল্‌ঝলুলের চাঁচর-চুলের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, 'এই উল্লুক, অমন করলি যে?'

এমন ইয়ার্কি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হয়।

উল্‌ঝলুল্‌ ফিরিয়াও দেখিল না। পূর্বের মতো সচ্চিদানন্দ হইয়া শুইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

রায়হান কয়েক বৎসর হইতেই কলিকাতায় বসিয়া বিএ ফেল করিতেছে। ইহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের অপরিহার্য পরিণাম সন্তানসন্ততি একটু ঘটা করিয়াই আসিতে শুরু করিয়াছে। রায়হান কিন্তু যত বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ততই মোটা হইতেছে। তবে উহাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাইয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। মেসে তাহার আদরের ডাকনাম 'কুম্ভীর মিঞা'। কুম্ভীর মিঞা কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিল—তাহাতে মনে হইল, কেহ তাহার কণ্ঠে অনেকগুলা বাঁশের চ্যাঁচারি পুরিয়া দিয়াছে।

হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

উল্‌ঝলুল্‌ এক লম্ফে স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর কুম্ভীর মিঞার ভুঁড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আবার সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।

তারিকের রসিক বলিয়া নামডাক আছে। উল্‌ঝলুলের দৃষ্টি লক্ষ করিয়া বলিল, 'কি হে, ভুঁড়ি কসছ নাকি? কত কালি হবে বলো তো!'

আবার হাসির কোরাস! যে অনেকগুলি নোড়া শানের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে ও আসিতেছে!

উল্‌ঝলুল্‌ যেন কিছুই শুনিতেছিল না। সে ঊর্ধ্বনয়ন হইয়া হুস করিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া জড়িত কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, 'নারী নায়িকা!'

তাহার বলিবার ভঙ্গি ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। কে একজন পিছন হইতে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বাহবা, কী তেয়সা!'

ইউসুফ একটু স্থূল ধরনের। বেঁকিয়ে বলা সে বুঝিতও না পছন্দও করিত না। সে উল্‌ঝলুল্‌কে এ কথার অর্থ আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য ধরিয়া বসিল।